দৈনিক বাংলা

তারিখ 20 JUL 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

C33

অকৃতকার্যদের কথা

এ বছরের খবর কিছুটা আশাপ্রদ। ফেলের খবর নয়, এসএসসি পরীক্ষায় মোটামুটি আশার খবর আছে। পাসের হার শতকরা ৫৫ ভাগের একটু বেশী। আমাদের দেশে পরীক্ষার ফল প্রকাশ অর্থ কতজন ফেল করেছে তাদের হিসাবই ঘটা করে প্রচার করার কাহিনী। অর্ধাৎ পাসের হার পঞ্চাশ ছাড়ান আকস্মিক ঘটনা। এবার তাই ঘটেছে। যদিও এরও ব্যতিক্রম ঘটেছিল স্বাধীনতার প্রথম বছরগুলিতে যখন ফেলের সংখ্যা দুই থেকে তিনভাগে নেমেছিল।

এই অকৃতকার্যদের আবার বেদনা আছে ভিন্ন রকমের। অনেকের ধারণা তাদের ওপর অবিচার করা হয়েছে। তাদের উত্তরপত্র সঠিকভাবে নিরীক্ষণ করা হয়নি। সঠিকভাবে নিরীক্ষণ করা হলে তারা অকৃতকার্য হত না। এরা তাই পরীক্ষার পর ভিড় জমায় বোর্ড অফিসে উত্তরপত্র পুনরায় নিরীক্ষণ করার দাবীতে।

এই উত্তরপত্র পুনরায় নিরীক্ষণ নিয়ে অভিযোগ আছে অভিভাবক মহলে। তাদের অভিযোগ হচ্ছে, প্রতিটি উত্তরপত্রের জন্য ৫০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট দিয়ে উত্তরপত্র পুনরায় নিরীক্ষণের জন্য আবেদন জানাতে হয়। তারপর অবশ্যম্ভাবীভাবে ২/৩ মাস পরে তাদের কাছে একটি চিঠি দিয়ে জানান হয় যে, পুনরায় নিরীক্ষণ করে দেখা গেছে নম্বর গণনায় কোন ভুল হয়নি। নতুন করে উত্তরপত্রের মূল্যায়ন করা হয় না। তাই যে ছাত্র-ছাত্রী বা অভিভাবক উত্তরপত্র পুনরায় গণনা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন তাদেরও বুঝতে হবে যে গণনায় হেরফের খুব একটা স্বাভাবিক নয় কদাচিৎ ঘটতে পারে।

তবে এরপরেও ছাত্র-ছাত্রীরা ভিন্নভাবে প্রশ্ন তুলতে পারেন। তারা আবেদন জানাতে পারেন উত্তরপত্র পুনরায় মূল্যায়নের। সেক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিপদে পড়বেন। কারণ হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী এ ধরনের আবেদন জানালে নতুন করে নিরীক্ষক নিয়োগসহ নানা ঝামেলা দেখা দিতে পারে। তাই আমাদের মনে হয় উত্তরপত্রের নম্বর পুনরায় গণনা বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য আবেদনকারীদের কোন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে তাদের নম্বর পুনরায় গণনা করা যেতে পারে। তবে এ ব্যবস্থাও কতদূর সহজসাধ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বলতে পারেন। আমাদের কামনা হচ্ছে, অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের যতদূর সম্ভব খুশী করা এবং সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা যেন থাকে।